বিসিএস প্রিলিমিনারির জন্য গাইডলাইন

যারা একদম নতুন এই যাত্রায় তাদের জন্য প্রিলিমিনারি থেকে শুরুই হচ্ছে আসল স্মার্টনেস, তবে প্রিলিমিনারিকে মেইন ফোকাসে রেখে কিছুটা কৌশলে রিটেনে কিভাবে এগিয়ে রাখা যায় সেটাও আমরা এখানে দেখব।

প্রিলিমিনারি প্রশ্নের মানবন্টন আমরা মোটামুটি সবাই জানি।

প্রিলিমিনারি মোট ২০০ মার্কস:

১. বাংলা -৩০ (ব্যাকরণ ১৫ ও সাহিত্য ১৫)

২. ইংরেজি -৩০ (গ্রামার ১৫ ও সাহিত্য ১৫)

২. বাংলাদেশ বিষয়াবলী -২৫

৩. আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী -২৫

৪. সাধারণ গণিত -২০

৫. মানসিক দক্ষতা -১৫

৬. কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি -১৫

৭. সাধারণ বিজ্ঞান -১৫

৮. সুশাসন ও নৈতিকতা -১৫

৯. ভূগোল ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা -১০

আমরা পাশাপাশি রিটেনের মানবন্টণ টাও জেনে নেই। এতে করে বুঝতে পারবো কোনটার গুরুত্ব কেমন আর কোনটায় কেমন গুরুত্ব দিতে হবে।

রিটেনে মোট মার্কস ৯০০:

১. বাংলা -২০০

২. ইংরেজি -২০০

৩. বাংলাদেশ বিষয়াবলী -২০০

৪. আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী -১০০

৫. গণিত-৫০ ও মানসিক দক্ষতা -৫০

৬. সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি -১০০

কিভাবে প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি শুরু করবেন, কি দিয়ে শুরু করবেন, কোন বই দিয়ে শুরু করবেন?

1.কিভাবে প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি শুরু করবেন?

শুরুতেই একটা বিসিএস প্রিলিমিনারির ল্যাটেস্ট এডিশনের প্রশ্ন ব্যাংক কিনে নিবেন।

এটা হতে পারে:

১.এস্যুরেন্স

২.প্রফেসরস

৩.প্রিসেপ্টর্স

যেকোন একটা প্রকাশনী নিলেই হবে।

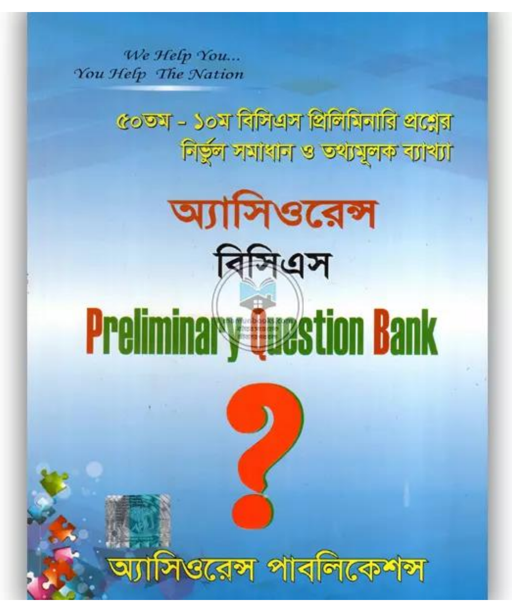

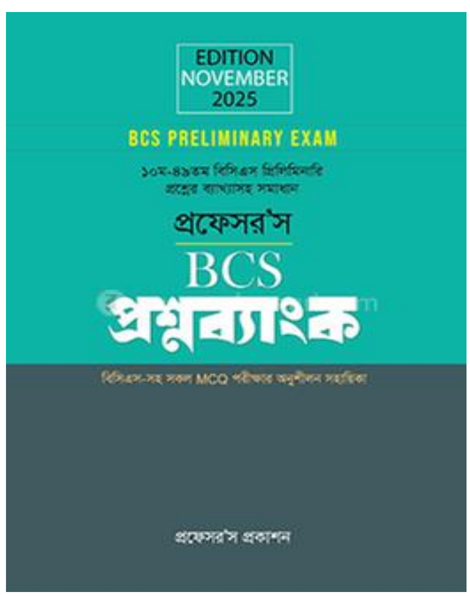

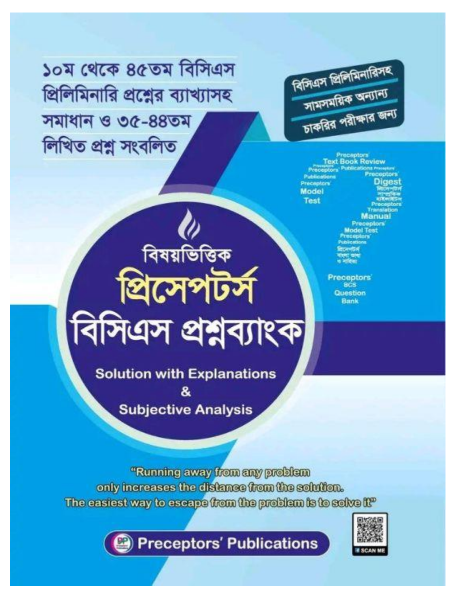

আপনি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ৫০ তম থেকে শুরু করে ৩৫ম পর্যন্ত অবশ্য অবশ্যই সবগুলো প্রশ্ন ব্যাখ্যা সহ পড়ে ফেলুন। পারলে আরো আগের গুলাও দেখতে পারেন। যত দেখবেন তত আইডিয়া পাবেন।

তবে শুরুতে কখনোই মুখস্ত করতে যাবেন না বা পারতেই হবে এমন ভাববেন না। একদম পেপার রিডিং এর মত পড়তে থাকুন। এভাবে পুরো প্রশ্নব্যাংকটি একবার রিডিং পড়া হয়ে গেলে আপনি প্রশ্নপত্র সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা পাবেন। কি আসতেছে, কোন টপিক থেকে বেশি আসতেছে,আপনি নিজেই ইম্পোরটেন্ট টপিক বুঝে ফেলবেন।

*****ইঞ্জিনিয়ারিং বা সাইন্স ব্যাকগ্রাউন্ড এর জন্য বিশেষ সুবিধা??**

হ্যাঁ, আসলেই। আমরা যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি সেহেতু আমরা গণিত, মানসিক দক্ষতা, বিজ্ঞান, কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তিতে মোটামুটি একটা ধারণা আছে।

বিশেষ করে ম্যাথ, মেন্টাল এবিলিটি আমাদের কাছে ডাল ভাত এর মত। বিজ্ঞান কিছু পারলেও আবার কিছু কখনোই প্রিপারেশন ছাড়া পারবেন না, তেমনি আইসিটিও অল্প পারবেন আর কিছু পারবেন না। এই ৪ বিষয় নিয়ে টোটাল ৬৫ মার্ক আমরা আলোচনা করব পরে।

2.প্রিলিমিনারি প্রশ্ন সম্পর্কে আইডিয়া হলো, এবার আমরা কি করব?/ কি দিয়ে শুরু করবেন?

এবার আমরা বিষয় ভিত্তিক পড়াশোনা শুরু করব কিন্তু কখনোই সবগুলো বই বা সবগুলো সাবজেক্ট একসাথে শুরু করব না। সর্বোচ্চ দুইটা বা তিনটা সাবজেক্ট প্যারালালি আগাতে থাকবো। এক্ষেত্রে একটা বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, প্রতিদিনই কিছু না কিছু যেন পড়া হয়।একদিন সারাদিন পড়লাম আর সাতদিন পড়লাম না, এভাবে পড়লে আসলে কোন উদ্দেশ্য সাধন হয় না। আপনি অল্প পড়ুন কিন্তু রেগুলার পড়ে কনসিস্টেন্সি বজায় রাখুন।

প্রথমত,বিষয় ভিত্তিক পড়া শুরুর ক্ষেত্রে আমার মনে হয় ইংরেজি ভোকাবুলারি ও ইংরেজি গ্রামার দিয়ে শুরু করা উচিত। কারণ এটা একদিকে আপনার প্রিলিমিনারির গ্রামার অংশের ১৫ মার্কের একটা প্রিপারেশন দিবে আর সেই সাথে রিটেনের ২০০ মার্কের মধ্যে ৭০ মার্কের সরাসরি প্রিপারেশন শুধু ভোকাবুলারি বেসড হয়,সেটাতে অবশ্যই ভালো ফলাফল দিবে। শুধু তাই নয়, আপনি ভোকাবুলারি স্ট্রং করতে পারলে রিটেনের ৭০ বাদে বাকি ১৩০ এও লিখার জন্য সেন্টেন্স স্ট্রাকচার শিখে ফেলবেন। রচনা-৫০ ও ট্রান্সলেশন রিট্রান্সলেশন-৫০ ও অসাধারণ প্রিপারেশন হয়ে যায়।

বললে বিশ্বাস করবেন না, লিখিত ৯০০ এর মধ্যে এই ইংরেজির ২০০ ই আবার ট্রাম্প কার্ড এর মেইন মেইন কার্ড। আর এই ভোকাবুলারি একদিন দুইদিনে আয়ত্ত করা সম্ভব না। এমনকি দুই তিন মাসেও সেভাবে পারবেন না। এটা দীর্ঘদিন এর রেগুলার প্রাকটিসের ফলে স্ট্রং হয়।

তাহলে আমরা বলতেই পারি যে, প্রিপারেশন নিচ্ছি আসলে প্রিলির ই কিন্তু সেই সাথে রিটেনের ও হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, বাংলা ব্যকরণ এর দিকে নজর দিতে হবে, কেননা এইসব বাংলা ব্যকরণ ও ইংরেজি গ্রামার অনেক রুলস আর প্রাকটিস বেজড তাই শুরু থেকেই পড়তে হবে।

তৃতীয়ত,ম্যাথ মেন্টাল এবিলিটির দিকে ফোকাস করতে হবে। এসব আয়ত্ত থাকলে প্রিলি+রিটেন বেশ কাজে দেয়। আমরা তো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছি,ম্যাথ ইজি,তারপরেও পড়তে হবে। এসব জিনিসে এক্সাম হলে মাথা খাটিয়ে বেশি সময় নিয়ে সলভ করার কোন মানেই হয়না,আগে থেকে প্রযাক্টিস রাখলে অনায়াসে সলভ করা যায়।

তাছাড়া বাংলাদেশে যত সরকারি চাকরি আছে, ইংরেজি গ্রামার,বাংলা ব্যকরণ, ম্যথ,মেন্টাল এবিলিটি এইগুলো কমন প্রিপারেশন, তার জন্যই আমরা এগুলা ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিয়ে পড়বেন।

বাকি রইলো ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্য, সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক, ভূগোল, সুশাসন ও নৈতিকতা), সাধারণ বিজ্ঞান ও আইসিটি। এই সবগুলাই মুখস্থ নির্ভর। তাই এগুলা আগে যতই পড়েন ভুলেই যাবেন। তাছাড়া বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আর ভূগোল এসব সাম্প্রতিক সমাচার নির্ভর পড়াশোনা করতে হয়,নিত্যনতুন তথ্য আসে।এজন্য শেষে রাখাই বেটার।

3.বই সিলেকশন:

ইংরেজি গ্রামার:

১. English for Competitive Exam

2. Master

যেকোনো একটা নিলেই হবে।লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখে আপনার যেটা ভালো লাগবে সেটাই নিবেন।

ইংরেজি সাহিত্য:

১. Confidence English Literature

২. প্রিসেপ্টর্স ডাইজেস্ট***

বাংলা ব্যকরণ:

১. অন্বেষণ/অগ্রদূত (যেকোন একটা নিবেন)

২. নবম দশম শ্রেণীর বোর্ড বই

*** বিরচন পার্ট মানে বাগধারা, এক কথায় প্রকাশ এসব ডাইজেস্ট থেকে পড়া বেটার।

বাংলা সাহিত্য :

প্রিসেপ্টর ডাইজেস্ট টা বেশ সাজানো লিখা

বিজ্ঞান:

১.সাইন্স ককটেল

২. Mp3

যেকোন একটা নিলেই হয় তবে সাইন্স ককটেল টা সুন্দর নোট করা।

কম্পিউটার ও প্রযুক্তি:

১. আলালস কম্পিউটার

২. জর্জ ইজি কম্পিউটার

যেকোন একটা নিলেই হবে। তবে আলালস কম্পিউটার নিতে পারেন।

ম্যাথ:

১. আশরাফুল ম্যাথ ককটেল(প্রিলি)

২. খাইরুলস বেসিক ম্যাথ

দুইটাই ভালো,যেকোন একটা নিবেন।

*** তবে আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি তারা ডাইজেস্ট থেকে বুঝে বুঝে সব পড়লেই হয়ে যাবে বিসিএস প্রিলির জন্য।

মানসিক দক্ষতা:

খাইরুলস মেন্টাল এবিলিটি

এই একটা বইই এনাফ।বিসিএস, ব্যাংক,রিটেন সব কাভার করবে।

*** তবে বিসিএস প্রিলির জন্য ডাইজেস্ট থেকে পড়লেও চলবে।

বাংলাদেশ,আন্তর্জাতিক,ভুগোল,সুশাসন :

এই চারটি বিষয়ের জন্য একটাই বই সেটা 'বেসিক ভিউ'। তবে অনেক তথ্য দেওয়া থাকায় ভালো হবে, ডাইজেস্ট আর এই বই+প্রিভিয়াস কুয়েশ্চন দেখে দেখে গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো দাগিয়ে দাগিয়ে পড়া।

4.পড়ার স্ট্রেটেজি ও অত্যাবশকীয় বই :

আমরা যেহেতু শুরুতেই কুয়েশ্চন ব্যাংক একবার পড়েছি, সেহেতু আমাদের কুয়েশ্চন সম্পর্কে ধারনা আছেই। কাজেই বিষয়ভিত্তিক পড়া শুরু করার আগে ৩ টা বই মাস্ট লাগবে আর সাথে 'Live Mcq' এর প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন রাখলে একদম ব্যালেন্সড প্রিপারেশন নেওয়া সম্ভব হয়।

যে বইগুলা লাগবেই:

১. বিষয়ভিত্তিক বইটা

২. প্রিসেপ্টর্স ডাইজেস্ট

৩. জব সলুশন(লেটেস্ট)

*** জব সলুশন এর ব্যাপারে যদি বলি, "**Precise Preli Mcq**" এই জব সলুশনটাই নিবেন। এটায় এত সুন্দর করে টপিকভিত্তিক আর ক্যাটাগরিভিত্তিক(বিসিএস,ব্যাংক,অন্যান্য পিএসসি,প্রাইমারি) সাজানো যে এটাই হবে আমাদের ছোট ছোট সিলেবাস গুলো মজবুত প্রিপারেশন নেওয়ার প্রধান হাতিয়ার।

5.পড়বেন যেভাবে:

ধরুন,আপনি ইংলিশ গ্রামারের একটা টপিক পড়বেন, Parts of speech / Noun. তো এই টপিকের পড়াশোনা সাজেস্ট করা যেকোন বই থেকে পড়ে নিবেন, বইয়েই বিগত প্রশ্নসহ এক্সারসাইজ করার প্রশ্ন থাকবে সেগুলা পড়বেন। চাইলে ডাইজেস্ট থেকেও দেখতে পারেন।

তারপর আপনি জব সলুশন খুলে সেই টপিক এর প্রশ্নগুলো সলভ করার ট্রাই করবেন। দেখবেন যে,ম্যাক্সিমাম প্রশ্নই বইয়ে পড়া আছে। সুতরাং দাগিয়ে দাগিয়ে পড়বেন। মনে করুন, ৫০ টা প্রশ্ন, আপনি ২০ টা পারেন খুব ভালোমত,সেগুলা দাগ দেওয়ার দরকার নেই, যেগুলা মোটামুটি পারবেন পারবেন ভাব,সেগুলা একটা দাগ, আর যেগুলা পারবেনই না,সেগুলা দুইটা দাগ, চাইলে লাল কালো কলমও ব্যবহার করতে পারেন। এভাব পড়লে আপনি যখন রিভিশন দিবেন,তখন আর আবার নতুন করে ৫০ টা পড়ার দরকার নাই। শুধু ৩০ টাই পড়বেন। তখন যেসব শিউর পারবেন সেগুলার দাগ কেটে দিবেন। পরবর্তী রিভিশনে আরো কম পড়া লাগবে। এভাবেই রিভিশন দিতে হয়, এটাই স্ট্রেটেজি।

এবার আসি লাইভ এমসিকিউ কি কাজে ব্যবহার করবেন:

এইযে আপনি বই পড়লেন,জব সলুশন পড়লেন, এবার তো জানা দরকার,আমি কতটুক আয়ত্ত করতে পারলাম। এখানে আপনি শুধু ওই টপিকে কাস্টমাইজ করে রেন্ডম এক্সাম দিবেন।

লাইভ এমসিকিউ এর **প্রিমিয়াম** সেকশনের "জব সলুশন(টপিকভিত্তিক)" এর সাবটপিক ধরে এক্সাম দিবেন। যাচাই করবেন নিজেকে কেমন হচ্ছে। আর এখানে যেসব পারবেন না,সেগুলা ব্যাখ্যা দেখে নিবেন আর চাইলে ফেভারিট করে রাখতে পারেন যেন পরে পড়ার সময় এটা গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ব্যস,এই হল আমাদের পড়ার স্ট্রেটেজি। এই সমগ্র বিষয়টাকে সারমর্ম করলে দাঁড়ায় :

১. বিষয় ভিত্তিক বই দাগিয়ে পড়া(ডাইজেস্ট ও)।

২. জব সলুশন থেকে বিগত কুয়েশ্চন গুলা পড়া ও না পারা গুলা দাগিয়ে রাখা।

৩. লাইভ এমসিকিউতে এসে এক্সাম দিয়ে যাচাই করা।

*** ইংরেজি ভোকাবুলারি বাদে বাকি সকল কিছু এই স্ট্রযাটেজি তেজ পড়বেন।

6.রেগুলার কতটুকু পড়া আর শুরুতে কি পড়া:

আপনি ইংরেজি গ্রামার,ভোকাবুলারি আর বাংলা ব্যকরণকে মেইন ফোকাসে রেখে ম্যাথ, মানসিক দক্ষতাও পাশাপাশি পড়বেন। দৈনিক দেড় দুই ঘন্টা টাইম দিলেও অনেক। সোজা কথায় মিনিমাম ১ ঘন্টা।

7.ভোকাবুলারি কিভাবে পড়বেন কই থেকে পড়বেন:

প্রসেস-১:

১. Barrons 333 High frequency word

2. Live MCQ vocabularies-520

এই দুইটা জিনিসের যেকোন একটা রেগুলার ৫-৭ টা করে শব্দ পড়বেন। আজ **লাইভ এমসিকিউ** পড়লেন তো কাল **333** থেকে পড়লেন।যাইহোক দুইটাই পড়তে হবে। এগুলা প্রিন্ট করে দাগিয়েও পড়তে পারেন অথবা আপনি নিজে খাতায় নোট করে পড়তে পারেন।

****333 High frequency word এর ক্ষেত্রে চ্যাটজিপিটি/অন্য কিছু ব্যবহার করে ২-৩ টা synonyms এবং 2-3 antonyms লিখে নিবেন।**

ভোকাবুলারি পার্টের সাথে প্যারালালি আপনাকে এগুলাও পড়তে হবে, বেশি না, মাত্র ৫ টা করে।

১. Idioms and Phrases(Live mcq/Digest/3 in one books/Note)

2. Appropriate Preposition(Digest/books)

3. One word substitution(with Bangla meaning)-(Digest/books)

4. Analogy(Digest/books)

5. Correct spelling(Digest/book)

সহজ কথা,আপনাকে এই ভোকাবুলারি পার্টে ২০-৩০ মিনিট সময় দিতে হবে, আর আগের গুলা বারবার চোখ বুলাতে বুলাতে আত্মস্থ করতে হবে।

প্রসেস-২:

এবার আমরা একটু এডভান্স লেভেলে ভোকাবুলারি শিখবো: যেটাকে আসল ওয়ে বলা হয় ভোকাবুলারি শিখার জন্য।

ডেইলি স্টার পত্রিকার সম্পাদকীয়(Editorial) কলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ কলাম পড়বেন। রিডিং দিবেন,অনেক অপরিচিত শব্দ পাবেন,যেগুলার অর্থ জানেন না,সেগুলা নোট করে বাংলা অর্থ,synonym,antonym সহ লিখে লিখে নোট করবেন।(চ্যাটজিপিটি ইউজ করে করবেন)

এই কাজটা যেদিন করবেন সেদিন আর উপরের প্রসেসে ভোকাবুলারি শব্দ দরকার নাই,এটাই ৩০-৪০ মিনিট লেগে যাবে বা তারও বেশি লেগে যেতে পারে। তবে সপ্তাহে ৩/৪ দিন উপরের প্রসেসে পড়েন আর বাকি ৩/৪ দিনএরকম একটা করে ইংরেজি পত্রিকার কলাম পড়েন। এই পড়া যে আপনাকে কোন লেভেলে নিয়ে যাবে কল্পনাও করতে পারবেন না। এটা রিটেনে যে কি হেল্প করে, আপনার ইংরেজি ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর স্কিল বাড়াবে, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার শেখাবে। কয়েকদিন এভাবে পড়তে থাকুন দেখবেন যে, শব্দগুলা পুনরায় আসা শুরু করেছে আর আপনিও পত্রিকার কলামের মিনিং আগের চেয়ে ভালো বুঝতে শুরু করেছেন।

প্রিলিমিনারি প্রস্তুতির শুরুর এই বিষয়টা যদি পুরো সারসংক্ষেপ করি,তাহলে দাঁড়ায়:

১.বাংলা ব্যকরণ/ ইংরেজি গ্রামার

(অথবা দুইটাই একই দিনে পড়তে পারেন, আপনার সময় আর মুড অনুযায়ী)

২. ভোকাবুলারি(প্রসেস-১/প্রসেস-২ ;একদিন এটা ,আরেকদিন ওটা)

৩. ম্যাথ/মেন্টাল এবিলিটি

*** এভাবে পড়তে থাকেন, কোন বিষয় শেষ হলে তারপর আরেকটা বিষয় ধরবেন। তবে ভুগোল/সুশাসন/বিজ্ঞান/আইসিটি/দুই সাহিত্য এর যেকোন একটা দিয়ে শুরু করা ভালো।

***Important Telegram Channel Links:

1. https://t.me/epapersbd

এটা থেকে ডেইলি পত্রিকা গুলো পড়তে পারবেন।

2. **Sustain Job Materials**

এই নামে একটা পিডিএফ দিয়েছি সেটায় ঢুকে লিংকে ক্লিক করে এই চ্যানেলে যুক্ত হবেন,এখানে অনেক প্রয়োজনীয় স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস দেওয়া আছে।

***Important Google drive(Study Materials) link:

1. https://drive.google.com/drive/folders/1ChjXlzpGTw5JVli4QGhS5EGL0CCjaiXN

এটা আমার বানানো সকল রিসোর্স এর ড্রাইভ লিংক। অবশ্য এক্সেস পারমিশন দেওয়া,যাদের দরকার তারা আমাকে ইনবক্সে নক দিয়ে জিমেইল দিবেন,আমি পারমিশন দিয়ে দিব।

*** এখানে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে, সব ডাউনলোড করতে যাবেন না, যেগুলো দরকার সেগুলাই করবেন।

এবার একদম শেষে যা বলব: আপনারা যারা কিভাবে শুরু করবেন ভাবছিলেন,তাদের শুরু করার জন্য একটা পথ বানিয়ে দিলাম, পড়তে থাকুন। আর আমি আস্তে আস্তে বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত ধীরে ধীরে আপডেট দিতে থাকবো। আপাতত বাংলা ব্যকরণ, ইংরেজি গ্রামার, ভোকাবুলারি আর ম্যাথ, মানসিক দক্ষতা পড়তে থাকেন।

-লিজন মাহমুদ

ডিপার্টমেন্ট অফ ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং,

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সেশন:২০২০-২০২১

Facebook id: https://www.facebook.com/share/18BBb3iDKB/